দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৭।৭।৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষাবর্ষ ১৯৮২-৮৩

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের স্নাতক কোর্সে ভর্তির উদ্দেশ্যে ভর্তি পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে।

প্রকৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদ।

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা:

(১) প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মগতভাবে বা নাগরিকত্ব গ্রহণে বাংলাদেশের নাগরিক/স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

(২) ১৯৭৮ সাল এবং তার পরবর্তী বৎসরসমূহে যারা উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে তারা নীচের (৩) ও (৪) শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে।

(৩) বাংলাদেশের যেকোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস এবং কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে অথবা তার সমমানের পরীক্ষার কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে থাকতে হবে।

(৪) বাংলাদেশের যেকোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস হতে হবে এবং গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে গড়ে কমপক্ষে ৫৫% এবং উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৪৫% নম্বর পেতে হবে অথবা তার সমমানের পরীক্ষায় উক্ত বিষয়সমূহে কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেতে হবে।

(৫) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন অথবা সমমানের পরীক্ষায় উক্ত বিষয়সমূহে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধানুসারে প্রথম তিন হাজার প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে। তবে তিন হাজারতম প্রার্থীর সমান নম্বর প্রাপ্ত সকল প্রার্থীকেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ:

১৯৮২ সালে বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ কর্তৃক পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে যে পাঠ্যসূচী ছিল, প্রধানত তার উপর ভিত্তি করে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। প্রার্থীর উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য বিষয়সমূহের উপর বিভিন্ন ধরনের মৌলিক প্রশ্নাদিও দেয়া হতে পারে।

আসন সংখ্যা ও মনোনয়নের নিয়ম:

প্রকৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর জন্য সর্বমোট ৫১০টি আসন আছে এবং এর মধ্য থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের স্থায়ী বাশিন্দা এবং উপজাতীয় হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ যে কলেজ হতে পাস করেছে তার অধ্যক্ষ বা কোন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার বা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। সংরক্ষিত আসনের ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য নিম্নতম যোগ্যতা থাকতে হবে ও ভর্তি পরীক্ষায় পাস হতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় সর্বমোট ৬০০ নম্বরের মধ্যে কোন প্রার্থী ২০০ নম্বরের কম পেলে সে ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কেবলমাত্র ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের মেধাস্থান অনুসারে ভর্তিযোগ্য ছাত্র/ছাত্রীদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। একাধিক প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় একই মোট নম্বর পেলে সেক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় যথাক্রমে গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র/ছাত্রীদের মেধাস্থান নির্ধারণ করা হবে।

বিভাগ নির্বাচনের অপশন:

প্রকৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদে বিভিন্ন বিভাগসমূহে চার বৎসর মেয়াদী স্নাতক কোর্সের সর্বমোট ৫১০টি আসন নীচের তালিকা অনুযায়ী বিভক্ত হবে:

(ক) **প্রকৌশল অনুষদ:**

১। কেমিকৌশল বিভাগ	৪০
২। ধাতব কৌশল বিভাগ	১০

(খ) **পুরকৌশল অনুষদ:**

১। পুরকৌশল বিভাগ	১৯০

(গ) **যন্ত্রকৌশল অনুষদ:**

১। যন্ত্রকৌশল বিভাগ	১৩০
২। নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ	১০

(ঘ) **তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদ**

১। তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ	১৩০

দরখাস্ত ফরমে বিভাগ নির্বাচনের অপশনের সবকয়টি ঘর পছন্দ অনুযায়ী পূরণ করতে হবে। এই অপশন ও ভর্তি পরীক্ষায় মেধাস্থানের ভিত্তিতে ভর্তিযোগ্য ছাত্র/ছাত্রীদের নামের তালিকা অনুষদ ও বিভাগওয়ারী প্রকাশ করা হবে।

স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদ

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা:

(১) প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মগতভাবে বা নাগরিকত্ব গ্রহণে বাংলাদেশের নাগরিক/স্থায়ী বাশিন্দা হতে হবে।

(২) বাংলাদেশের যেকোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা তার সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগে পাস হতে হবে এবং অতিরিক্ত নম্বর বাদে কমপক্ষে ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

(৩) বাংলাদেশের যেকোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে গণিতে পাস নম্বরসহ উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে ২য় বিভাগে পাস হতে হবে এবং অতিরিক্ত নম্বর বাদে কমপক্ষে ৪৫% পেতে হবে।

আসন সংখ্যা ও মনোনয়নের নিয়ম:

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য একটি সংরক্ষিত আসনসহ সর্বমোট ৫০টি আসন আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের স্থায়ী বাশিন্দা এবং উপজাতীয় হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ যে কলেজ হতে পাস করেছে তার অধ্যক্ষ বা কোন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার বা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। সংরক্ষিত আসনের ছাত্র/ছাত্রীদেরও ভর্তি পরীক্ষার জন্য নিম্নতম যোগ্যতা থাকতে হবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় পাস হতে হবে।

শুধুমাত্র ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধানুসারে ভর্তিযোগ্য ছাত্র/ছাত্রীদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে।

একাধিক প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় একই মোট নম্বর পেলে সেক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় যথাক্রমে ২য় অংশ ও ২য় অংশের মুক্তহস্ত অংকনে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাস্থান নির্ধারণ করা হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়বস্তু ও নির্ধারিত নম্বর:

১ম অংশ:	১। গণিত	: ১০০	
	২। সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান	: ১০০	২০০
২য় অংশ:	১। ডিজাইন ও মুক্তহস্ত অংকন	: ১৫০	
	২। লিখিত আলোচনা	: ৫০	২০০
		সর্বমোট	৪০০

ভর্তি পরীক্ষায় প্রতি অংশে কমপক্ষে ৮০ (আশি) নম্বর পেতে হবে। অন্যথায় ফেল এবং ভর্তির জন্য অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।